দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...16. JAN.1991 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

সিটি কলেজের ছাত্রদের বিক্ষোভ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সিটি কলেজের ছাত্রদের বিক্ষোভ এখনো থামেনি। গতকাল মঙ্গলবারও ছাত্ররা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কলেজের আশপাশে ও মীরপুর রোডে বিক্ষোভ মিছিল করে। তারা পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ, হত্যাকাণ্ডের বিচার অনুষ্ঠান ও দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবী জানিয়ে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দেয়।

পুলিশ বক্সের ইট হাওয়া

জানা গেছে যে, সকাল ৮টার দিকে ৫০/৬০ জনের একদল তরুণ ও যুবক ক্ষতিগ্রস্ত সায়েন্স ল্যাবরেটরী

(৭-এর পাতায় দেখুন)

ছাত্রদের বিক্ষোভ

(১ম পাতার পর)

পুলিশ বক্সে আসে। তারা সাথে একটি রিকশাভ্যানও এনেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বক্সের ইট খুলে ওই রিকশাভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। আশপাশে কোথায়ও পুলিশ ছিল না।

ছিনতাই রাইফেল উদ্ধার

অপর একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, দুপুর সোয়া ১টার দিকে কতিপয় যুবক সায়েন্স ল্যাবরেটরী পুলিশ বক্সের অনতিদূরে দাঙ্গা পুলিশবাহী একটি ট্রাকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। তাতে ট্রাকের সামনের গ্লাস ভেঙ্গে যায়। ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় ট্রাক থেকে কনস্টেবল ফারুক গুলীভর্তি রাইফেলসহ নীচে পড়ে যায়। এই সময়ে ওই যুবকরা তাকে মারপিট করে রাইফেলটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পুলিশের একটি সূত্রে বলা হয়েছে যে, বিকেল আড়াইটার দিকে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের উপস্থিতিতে তার কক্ষে ছাত্র সংসদের ভিপি পুলিশকে ওই রাইফেলটি দেন। কিন্তু গুলী দেয়া হয়নি। ভিপি পুলিশকে জানিয়েছেন যে, ঘটনাস্থলের আশপাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাইফেলটি পাওয়া গেছে। পুলিশ ওই ঘটনার সাথে সিটি কলেজের ছাত্ররা জড়িত বলে সন্দেহ করছে।

পুলিশ সূত্রে আরোও জানা গেছে যে, দুপুর সোয়া ১টার দিকে কলাবাগান মসজিদের কাছে পুলিশের নায়েক হাবিবুর রহমানকে কতিপয় তরুণ ও যুবক মারপিট করে। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধু ভবনে কর্তব্যরত ওই নায়েক জোহরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। আহত হাবিবুর রহমানকে প্রথমে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা করা হয়। পরে তাকে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে সেখানে গিয়ে লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে যে, কতিপয় তরুণ ও যুবক এক ব্যক্তিকে মারপিট করে চলে যায়। তিনি পুলিশ কিনা তা তারা বলতে পারেনি।

পুলিশের একটি সূত্রে বলা হয়েছে যে, ওই ঘটনার সাথে আইডিয়েল কলেজের ছাত্ররা জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

গাড়ী চলাচল বন্ধ

গতকাল মঙ্গলবারও কয়েকটি রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল। এসব রাস্তা হচ্ছে ধানমণ্ডি ২ ও ৩ নম্বর রোড, সায়েন্স ল্যাবরেটরী থেকে ধানমণ্ডি হকার্স মার্কেট পর্যন্ত রাস্তা এবং এলিফ্যান্ট রোডের বাটা ক্রসিং হতে সায়েন্স ল্যাবরেটরী পর্যন্ত রাস্তা। এসব রাস্তায় পুলিশের গাড়ী চলাচলও বন্ধ ছিল। পুলিশের একটি সূত্রে বলা হয় যে, ছাত্রদের দাবীর প্রেক্ষিতেই ওই রাস্তাগুলোতে পুলিশের গাড়ী চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। দাঙ্গা পুলিশবাহী ট্রাকটি ভুলক্রমে ওই এলাকায় গেলে হামলার শিকার হয়।

লুণ্ঠিত ওয়ারলেস সেট

সায়েন্স ল্যাবরেটরী পুলিশ বক্স থেকে লুণ্ঠিত ওয়ারলেস সেট গতকাল মঙ্গলবার এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি। গত সোমবার বক্সে হামলাকারীরা ওই ওয়ারলেস সেট লুট করে নিয়ে যায়।

অধ্যক্ষের বিবৃতি

গতকালের ঘটনা সম্পর্কে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হাফিজ উদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, গতকাল পূর্বদিনের সংঘর্ষের জের হিসেবে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করায় সকাল ৭টা হতেই শিক্ষকগণ কলেজে আসা ছাত্রছাত্রীদের বাসায় পাঠানোর চেষ্টা করেন। এতে অনেক ছাত্রছাত্রী বাসায় চলে যায়। তবে কলেজের আশেপাশে প্রচুরসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকায় পুলিশের সাথে বিক্ষিপ্ত কিছু ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ঘটে। তবে কলেজে অবস্থানরত শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে সব সময়ই সংঘর্ষ হতে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করেন। এ সময়ে কলেজের ছাদ হতে গুলীবর্ষণ ও বোমাবাজির কোন ঘটনা ঘটেনি। এ অবস্থায় আমি সকাল সাড়ে ন'টার দিকে কলেজে আসি এবং শিক্ষকদের নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো ছাত্রছাত্রীদেরকে কলেজের অভ্যন্তরে নিয়ে আসি। ছাত্রছাত্রীদেরকে সংযত থাকার জন্য এ সময় আমি তাদের উদ্দেশে কথা বলি। ছাত্রছাত্রীরা শান্তভাবে যখন বক্তব্য শুনছিল তখন বাইরে রাস্তায় থাকা কিছু ছাত্রকে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে কলেজের অভ্যন্তরে নিয়ে আসে। এতে কলেজের অভ্যন্তরে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। পুলিশ তড়িৎবেগে কলেজের ভেতরে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ, গুলীবর্ষণ ও বেপরোয়া মারধর করতে করতে ঢুকে পড়ে। এ সময় বহুসংখ্যক ছাত্র আহত হয় এবং তাদের রক্তাক্ত অবস্থায় শিক্ষকদের কমনরুমে নিয়ে আসা হয়। এ সময়ে আমি আমার কক্ষে ফিরে যেতে চেষ্টা করি। তবে ছাত্ররা আমার সহকর্মীসহ আমাকে ধরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।

হাসিনার শোক

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে সিটি কলেজের ছাত্র মিঠুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সহনশীলতার সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার দেয়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি অশুভ শক্তি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। যে ছাত্রসমাজ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে তাদেরকে অবশ্যই গণতন্ত্রের চিহ্নিত শত্রুদের বিরুদ্ধে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিবৃতিতে তিনি মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা, তার পরিবার ও সহপাঠীদের সমবেদনা জানান।